শক সিনড্রোমে বাড়ছে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার: স্বাস্থ্য অধিদফতর

সংগৃহীত ছবি

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্যমতে, চলতি বছরে ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণকারীদের অধিকাংশই শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা গেছে, দেরিতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এবং জটিল অবস্থায় চিকিৎসা শুরু হওয়াই মৃত্যুহারের অন্যতম কারণ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এ বছর ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ১১৩ জন রোগীর মধ্যে সর্বাধিক ৫৬ জনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে (ডিএসএস)। এছাড়া জটিল উপসর্গে (ইডিএস) ৩৬ জন, ডেঙ্গু হেমোরেজিক সিনড্রোমে (ডিএইচএস) ১ জন, ডিএসএস ও বিইডিএস মিলিয়ে ৯ জন, অঙ্গ বিকলজনিত জটিলতায় ৫ জন এবং হৃদযন্ত্রের শকে ৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য অধিদফতর জানায়, মৃত্যুর বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে, অনেক রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছেন। এর প্রধান কারণ হলো দেরিতে হাসপাতালে আসা এবং জটিল অবস্থায় ভর্তি হওয়া, ফলে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর বলেন, সময়মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছে। তিনি সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান, যেন প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করা যায় এবং জটিলতার ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।